NOV. 1 7 2000

পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

35

আবুল হাসান চৌধুরী

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সমস্যা

আমাদের দেশের প্রচলিত চার পর্যায়ের শিক্ষাস্তরের তিন নম্বরটি হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। প্রাথমিক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কেন্দ্রে এর অবস্থান। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তর হিসাবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা বড় হয়ে কে কি হবে তার স্বপ্ন-কল্পনা চলে মাধ্যমিক পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়তে পড়তে কিংবা পাস করেই মোটামুটি স্থির হয়ে যায় কে কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষান্তরে পড়বে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে পরীক্ষায় উত্তম ফলাফল অনেকটাই সে যোগ্যতা নির্ধারক। এটা প্রচলিত নিয়ম। এ নিয়মের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর মেধা, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা কিংবা উদ্ভাবনী শক্তির কথা তেমন একটা ভাবাই হয় না। অথচ উচ্চ শিক্ষান্তরে বিশেষ কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য এগুলো হওয়া উচিত প্রাক্-যোগ্যতার মাপকাঠি এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েই যদি ছাত্রছাত্রীরা তা অর্জন করে নিতে পারে তবে সেটি হয় সোনায় সোহাগা।

উচ্চ শিক্ষার জন্য যোগ্য ছাত্রছাত্রী তৈরি করতে পারে একটি ভাল কলেজ। কিন্তু দেশে ভাল কলেজের আকাল চলছে অনেকদিন ধরে। এ আকালের প্রধান একটি কারণ হল, দেশের নামীদামি, ঐতিহ্যবাহী বড় বড় সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বিগত পাঁচ-ছ' বছর আগে থেকে এবং এখনও এটি অব্যাহত আছে। অনার্স এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পাঠ দানের নামে, কলেজকে 'বিশ্ববিদ্যালয়' বানানোর মোহে এটি করা হয়েছে। এখনও অনেক কলেজে রাতারাতি 'সম্মান' খুলে সম্মান অর্জনের লোভে উচ্চ মাধ্যমিক উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখন তথাকথিত 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ'-এর ছড়াছড়ি। এত এত কলেজকে 'বিশ্ববিদ্যালয়' বানিয়েও উচ্চ শিক্ষার হালে পানি নেই। মাঝখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মানসম্পন্ন লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে। যতগুলো কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক উঠিয়ে দেয়া হয়েছে ঠিক ততটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের জন্য হয়নি। এখন কোন কোন জেলা সদরে একটিও সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ নেই। অনেকে হয়তো যুক্তি দেখাবেন, অনেক নতুন বেসরকারি কলেজের জন্ম হয়েছে এবং বেশকিছু সংখ্যক স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হয়েছে। রাজধানী ঢাকাসহ জেলা-সদরের কতিপয় পুরনো ও 'সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজ ছাড়া বাকি নতুন-পুরনো বেসরকারি কলেজগুলো মোটেই মান সম্পন্ন নয়। (এখানে ক্যাডেট কলেজ এবং বিশেষ কমিটি দ্বারা পরিচালিত কোন কোন স্বায়ত্তশাসিত কিংবা আধা সরকারি বড় কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নির্মিত ভাল কলেজগুলোকে বাদ দিয়ে বলছি)। আর স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খুলে কিংবা অমুক 'স্কুল ও কলেজ' নামে চালু করা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষার মান কোনটাই প্রশ্নাতীত নয়।

অন্যদিকে যেসব সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদান বহাল আছে সেসব কলেজের লেখাপড়ার মান ক্রমশই নিম্নগামী হচ্ছে। সরকারি কলেজের সচ্ছল শিক্ষকগণ আরও সচ্ছলতার জন্য ডাক্তারসুলভ 'প্রাইভেট' প্র্যাকটিস করছে। তারা এখন কেউই আর নিয়মিত ক্লাসে যান না, ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফুল নম্বর পাইয়ে দেবার নামে মাথাগুনে টাকা তুলছেন তারা। প্রাইভেট না পড়লে ছাত্রছাত্রীকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করানোর হুমকি দিচ্ছেন। তাদের এ দুষ্কর্মের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সরকারের কর্তব্য হলেও এ ব্যাপারে মুদিত দৃষ্টি হয়ে থাকাই যেন তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সরকারি কলেজের নামীদামি অধ্যাপকরা এখন বাড়তি টাকা না ঢাললে পেটের বিদ্যে মুখে আনতে চান না। দামি শিক্ষকের ততোধিক দামি বিদ্যে (তাও আবার প্রতিটি বিষয়ে আলাদা করে) চড়া দামে কিনবার ক্ষমতা এ দেশের ক'জন শিক্ষার্থীর আছে?

গ্রন্থাগার সুবিধা এখন সরকারি-বেসরকারি কোনও কলেজেই নেই বললে চলে। আবার গ্রন্থাগার থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা বইয়ের গুদাম বৈ নয়। শিক্ষার্থীরাও এখন গ্রন্থাগারবিমুখ। বাজারি গাইড বই এবং প্রাইভেট টিউটর তাদের একমাত্র আশ্রয়। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খুলে বেশ কিছু স্কুল এখন 'স্কুল এন্ড কলেজ' হয়েছে বটে। কিন্তু বাস্তবে সেখানে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরি ব্যবস্থা তেমন কিছুই নেই। অনেক স্কুলের গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ 'প্রভাষক' পদটি অলংকৃত করার জন্য এমএ, এমএসসি, এমএসএস ইত্যাদি হয়েছেন হয়তো, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ দানে যথাযথ যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ তাদের নেই। যোগ্যতার ঘাটতি ...

> *উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরটি উচ্চ শিক্ষা-সৌধে আরোহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাদপীঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে এটি এখনও ভীষণভাবে অবহেলিত। পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তার মন্তব্য শুনে মনে হয়েছে, শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ শিক্ষার্থীকে ফেল করাতে পেরে তারা গর্বিত।*

সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদান করা হচ্ছে না। যোগ্য এবং অযোগ্য শিক্ষকের পাঠ উপস্থাপন কৌশল এক হতে পারে না। আবার কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু ভাল ছাত্রের সঙ্গে নেয়া হয় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নিম্নমানের ছাত্র। ফলে ক্লাসে মেধাবী এবং ভোঁতা ছাত্রছাত্রীর পাঠগ্রহণে হেরফের দেখা দেয়। অবস্থাপন্ন বা ধনাঢ্য ঘরের ছেলে-মেয়েরা বারো মাস বিষয়ওয়ারী প্রাইভেট পড়ে। তারা ক্লাসে আসার জন্য গা করে না। যদিও মর্জিমাফিক আসে তো ক্লাসনির্ভর বিদ্যার্থীর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ অগ্রগতির সামঞ্জস্য থাকছে না। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক নিয়েও বিভ্রান্ত হচ্ছে। টেক্সট বুক বোর্ড পাইকারি হারে অনুমোদন দিয়ে অনেক নিম্নমানের লেখকের বইও বাজারে আসার পথ করে দিয়েছে। ভাল লেখকের বইও যে নেই তা নয়। তবু বাহারি মলাটের উচ্চ নম্বর পাওয়ার হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দেয়া বই পড়ে রসাতলে যাচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষার্থী।

বর্তমানে এসএসসি এবং এইচএসসি-র সিলেবাসে বিস্তর ফারাক। গুণে-মানে এবং আকারে-প্রকারে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি বড়। এ কারণে এসএসসি-তে স্টারমার্ক পাওয়া ছাত্রছাত্রীও এবার সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে ... গেছে এ কারণেই। যাহোক, সিলেবাসের বিশালত্ব ও দুরূহতা একে অনেক শিক্ষার্থীর কাছেই অনধিগম্য করে তুলেছে সন্দেহ নেই। একই কারণে কোন কোন দুর্বল শিক্ষকের পক্ষে যথাযথ পাঠ দানও সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই প্রতিটি কলেজেই মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অযোগ্য শিক্ষকের পক্ষে নতুন প্রবর্তিত সিলেবাসের আবেদন সৃষ্টি করা ও তার উদ্দেশ্য সাধন প্রায় অসম্ভব।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরটি উচ্চ শিক্ষা-সৌধে আরোহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাদপীঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে এটি এখনও ভীষণভাবে অবহেলিত। পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তার মন্তব্য শুনে মনে হয়েছে, শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ শিক্ষার্থীকে ফেল করাতে পেরে তারা গর্বিত। একধরনের তৃপ্তিও যেন অনুভব করেছেন তারা। পাইকারি নকল চলার পরেও বলেছেন, নকল প্রতিরোধের ফলেই পাসের হার কমেছে। শিক্ষামন্ত্রী বরাবরই শুধু শিক্ষকদের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে এসেছেন। শিক্ষকদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির গলদ শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মান এবং ফল বয়ে আনার পথরোধ করছে।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তরের সময় প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছিলেন সেটি একবার স্মরণ করা যাক। তার বক্তব্য ছিল, 'শিক্ষাখাতের সকল বাধা দূর ও শিক্ষার মান উন্নয়নের কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।' শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল মহল যদি এ পরামর্শ মতো শিক্ষা উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিকসহ সকল স্তরের শিক্ষা সমস্যা দূর করা সম্ভব ... উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের যাবতীয় সম ... উঠে কাঙ্ক্ষিত মানে ... আমাদের উচ্চ শিক্ষা ... এবং তা আন্তর্জাতিক ...